সবার সাথে সবসময় প্রতিদিন
দেশতথ্য

সম্পাদকীয়

করোনা ফিল্ড হাসপাতাল, প্রয়োজন জরুরি ভিত্তিতে স্থাপনের পদক্ষেপ

দেশে করোনা মহামারি যখন ক্রমেই ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে, কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালগুলোয় রোগীর স্থান সংকুলান করা সম্ভব হচ্ছে না; তখন আপৎকালীন চিকিৎসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। এ তাগিদ থেকেই ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভেনশন সেন্টারসহ রাজধানীর পাঁচটি স্থানে করোনা ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে মানসম্মত বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে করোনার চিকিৎসায় অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সিদ্ধান্তের প্রায় এক মাস পেরিয়ে গেলেও দেশের কোথাও এ ধরনের হাসপাতাল এখনো চালু হয়নি। জানা গেছে, এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃপক্ষ। আপাতত রাজধানীতে একটি ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন করা হবে। সেক্ষেত্রে করোনার চিকিৎসাব্যবস্থায় অপ্রতুলতা থেকেই যাবে। আমরা জানি, করোনা আক্রান্তক্রান্ত রোগীদের নিয়ে স্বজনরা এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে ছুটছেন একটি আইসিইউ শয্যার জন্য এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা পেতে ব্যর্থ হচ্ছেন। আইসিইউ দূরের কথা, সাধারণ শয্যাও পাচ্ছেন না অনেকে। এ এক ভয়াবহ বাস্তবতা। এ অবস্থায় দ্রুত ফিল্ড হাসপাতালগুলো স্থাপন করা না গেলে করোনা রোগীদের চিকিৎসা নিয়ে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। চেষ্টা ও আন্তরিকতা থাকলে যে জরুরিভিত্তিতেও পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল গড়ে তোলা যায়, এর উদাহরণ গত এপ্রিলে রাজধানীর মহাখালীতে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) ভবনে স্থাপিত কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল। এক হাজার শয্যার এ হাসপাতালে রয়েছে-ইমার্জেন্সি শয্যা ৫০, জেনারেল ওয়ার্ড ১৫০, পূর্ণাঙ্গ আইসিইউ শয্যা ২১২, এইচডিইউ শয্যা ২৫০ এবং আইসোলেশন রুম ৪৩৮টি। হাসপাতালটিতে আরও রয়েছে আরটি পিসিআর ল্যাব, প্যাথলজি ল্যাব, রেডিও থেরাপি সেন্টার, এক্স-রে সুবিধাসহ নানা সুব্যবস্থা। করোনা রোগীর জন্য অক্সিজেনের দরকার হয় বেশি। তাই এ হাসপাতালের প্রতিটি শয্যায় অক্সিজেনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের জন্য রয়েছে সেন্ট্রাল অক্সিজেন। হাসপাতালটিতে চিকিৎসাসেবা দিতে পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স ও স্টাফেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সব মিলে এটিকে কোভিড রোগীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল বলা যায়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ হাসপাতালকে উদাহরণ হিসাবে নিয়ে করোনা ফিল্ড হাসপাতালগুলো দ্রুত স্থাপনের পদক্ষেপ নেবে, এটাই কাম্য। বর্তমানে অতি সংক্রমণশীলকরোনার ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট এমনভাবে আঘাত হানছে যে, পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে, তা অনিশ্চিত।

ভেড়ামারায় টিকাদান

পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। পৌর মেয়র এর মোবাইল নম্বর বিজি এবং কল ওয়েটিং থাকায় তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি। কয়েকটি পৌর কাউন্সিলর সাথে এটা নিয়ে জানতে চাইলে তারা বলেন। পৌর মেয়র এসব নিয়ে আমাদের সাথে বসে দিকনির্দেশনা ঠিক করলে এমন হতো না।

পৌর কাউন্সিলর সোলাইমান মাষ্টার জানান আমার বুথে আমি এসে এইমাত্র একজন একজন করে ঢোকার ব্যবস্থা করলাম। পরিস্থিতি এখন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে।

সর্বপুরি মহিলারা জীবন বাঁচাতে নিরুপায় হয়ে লজ্জা ত্যাগ করে এভাবেই প্রকাশ্য পুরুষদের সামনে টিকা নিতে বাধ্য হয়েছেন।

তবে সকল কেন্দ্রে উপচে পড়া ভিড়। মানুষের মাঝে টিকা নেয়ার ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ করা যায়। টিকাদান কর্মসূচি সফল হোক। করোনা মুক্ত সোনার বাংলা হোক।

ব্যারিস্টার সুমনকে যুবলীগ

সমালোচনা করেন তিনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাকে যুবলীগ থেকে অব্যাহতি দেয়ার দাবি করেন সংগঠনের কতিপয় নেতাকর্মী। তারপর আজ এ সিদ্ধান্ত জানাল যুবলীগ।

এক রশিতে মেয়েকে

মন্ডল। ভাল হওয়ার আশ্বাস দিয়ে স্ত্রী পিয়াকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন স্বামী কনার মন্ডল। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান শেখর চন্দ্র রায় জানান, পিয়া মন্ডলের স্বামী কনার মন্ডল স্থানীয় মশিয়াহাটি কলেজের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক। তারা কুলটিয়াগ্রামের ফাল্গুন মন্ডলের বাড়িতে ভাড়া থাকত। এদিন বিকালে ভাড়া বাড়ির রান্নাঘর থেকে দুই দড়িতে ঝুলন্ত অবস্থার তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়। তপস্যা মন্ডলের মা শিপ্রা মন্ডল বিলাপ করে বলছিলেন, জামাই কনারকে বহুবার ভাল হতে বলেছি, কথা শুনেনি। মেয়েটাও তাকে (কনার) বিপথ থেকে ফিরে আসতে বললেই মারপিট করত। তপস্যা মন্ডলের ভাই চন্দন মন্ডল জানান, তাদের প্রতিবেশির একজনের সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে কনার মন্ডল। এ নিয়ে বোন পিয়ার সঙ্গে কনার মন্ডলের কলহ হয়েছে। শুধু এখানে নয়, কনার মন্ডলের একাধিক পরকীয়া সম্পর্ক রয়েছে। থানার ওসি রফিকুল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে মেয়েকে রশি দিয়ে ঝুলিয়ে মারার পর পিয়া আরেক রশিতে আত্মহত্যা করেছেন। স্বামী কনার পরকীয়া প্রেমজ সম্পর্কের কারণে প্রায় স্বামী-স্ত্রীরমধ্যে ঝগড়া লেগে থাকতো। এ নিয়ে এ ঘটনা ঘটতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরে এবং সার্বিক তদন্ত করে আত্মহত্যার পুরো রহস্য উন্মোচন হবে বলে তিনি জানান।

দৌলতপুরে ১৪ কেন্দ্রে

আগে অনেক কেন্দ্র ৬শ' জনের টিকা প্রদান কার্যক্রমশেষ হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে ৬জন টিকা কর্মী ও ৯জন স্বেচ্ছাসেবক কর্মী কাজ করেছেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

কুষ্টিয়ায় ছাত্রলীগ সভাপতির

সাথে জড়িত অন্য আসামীদেরকেও গ্রেফতারের ব্যাপারে অভিযান অব্যাহত আছে। প্রসঙ্গত পূর্ব বিরোধের জের ধরে গত ২১ জুলাই রাত সাড়ে ৯ টার দিকে কুষ্টিয়া শহরের কলেজ মোড়ে প্রতিপক্ষের হামলার শিকার হন কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আতিকুর রহমান অনিক এবং তার সাথে থাকা ছাত্রলীগ কর্মী রক্তিম ঘোষ। পরে ২২ জুলাই আতিকুর রহমান অনিকের বড় ভাই সুমন সানজীদ বাদী কুষ্টিয়া মডেল থানায় ১১ জনের নাম উল্লে-খসহআরো ১০-১২জন অজ্ঞাত ব্যক্তিদের অসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন।

সারাদেশে ২৪ ঘণ্টায়

সংখ্যা ১১ লাখ ৮৮ হাজার ৮২০ জন। করোনায় সুস্থতার হার ৮৮ দশমিক ৪৯ শতাংশ এবং মৃত্যুহার ১ দশমিক ৬৭ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত ২৬১ জনের মধ্যে দশোর্ধ্ব একজন, বিশোর্ধ্ব আটজন, ত্রিশোর্ধ্ব ১৫ জন, চল্লি-শোর্ধ্ব ২৮ জন, পঞ্চাশোর্ধ্ব ৬৪ জন, ষাটোর্ধ্ব ৭৬ জন, সত্তরোর্ধ্ব ৪৪ জন, আশি বছরের বেশি বয়সী ১৬ জন এবং নব্বই বছরের বেশি বয়সী ৯ জন মারা গেছেন। বিভাগওয়ারি হিসাবে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১০১ জন, চট্টগ্রামে ৬১ জন, রাজশাহীতে আটজন, খুলনায় ৪৫ জন, বরিশাল ১২ জন, সিলেট বিভাগে সাতজন, রংপুর বিভাগে ১০ জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ১৬ জনের মৃত্যু হয়।

কুষ্টিয়ায় করোনা

উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রয়েছেন আরও ৪২ জন। হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাল-দিয়ে কুষ্টিয়া জেলায় শনাক্তের সংখ্যাও হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে গত ২৪ ঘণ্টায় ২১৯টি নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে নতুন করে ৭৫ জনের করোনা শনাক্ত হন। শনাক্তের হার ৩৪ দশমিক ২৪ ভাগ। জেলায় এ পর্যন্ত মোট করোনায় আক্রান্তেরসংখ্যা ১৫ হাজার ৬৯৪ জন। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১১ হাজার ৯৭৬ জন। এ পর্যন্ত করোনা আক্রান্তও উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন ৬০৮ জন। নতুন করে শনাক্ত হওয়া ৭৫ জনের সবাই কুষ্টিয়া সদর উপজেলার। বাকি ৫টি উপজেলায় কেউ শনাক্ত হয়নি। এখন পর্যন্ত জেলায় ৯০ হাজার ৩৪৫ জনের নমুনা পরীক্ষার জন্য নেয়া হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়া গেছে ৮৪ হাজার ৬৫৪ জনের। বাকিরা নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদনের অপেক্ষায় রয়েছেন। বর্তমানে কুষ্টিয়ায় সক্রিয়করোনা রোগীর সংখ্যা তিন হাজার ১০৭ জন। তাদের মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ২৬৭ জন। হোম আইসোলেশনে রয়েছেন দুই হাজার ৮৪০ জন।

ডিসেম্বরের মধ্যে অধিকাংশ

মাধ্যমে জনগণকে সহায়তা করছেন, সেটা আবার বলে বেড়াচ্ছেন।

'বিএনপি' নিয়ে তিনি বলেন, এ দলটি নিয়ে কথা বলার কোনো রুচি আমার ছিল না। তারপরেও এই দলের একজন নেতা টিকা নিয়ে গতকাল বিভ্রান্তিকর একটি তথ্য দিয়েছেন। এরা ক্ষমতায় থাকাকালে জনগণের সম্পদ লুট করেছে, সন্ত্রাস-নাশকতা করেছে। হাওয়া ভবনে থেকে তারেক রহমানসহ বিএনপি যে দুর্নীতি করেছে সেই জন্য জনগণ তাদের নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাদের এখন কোন সাংগঠনিক অস্তিত্ব নেই। এরা এখন মিডিয়ার সামনে বসে মিথ্যাচার করে। এই যে করোনা দুর্যোগ দুই বছর চলছে, তারা কি বলতে পারবে কোন একটি এলাকায় গিয়ে মানুষকে সহায়তা করেছে, জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে? অথচ টেলিভিশনের সামনে বসে যাচ্ছেন, কোটি কোটি মানুষকে তারা সহায়তা করেছেন।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, আমি বিএনপি নেতাদের বলবো, আপনারা কি টিকা নেন নাই? তারাও টিকা নিয়েছে। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া টিকা নিয়েছে, মির্জা ফখরুলসহ তাদের সব নেতাই টিকা নিয়েছে। এরপরও তারা বলে টিকা পাচ্ছি না। বিএনপির অভ্যাসই হচ্ছে মিথ্যাচার করা। মিথ্যাচার ছাড়া তাদের তো আর কিছুই নেই। জনগণের কাছে তাদের তো কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাই তারা টেলিভিশনের সামনে বসে মিথ্যাচার করে যাচ্ছেন। দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মতো সক্ষমতা আপনাদের নেই। কাজেই দয়া করে মিথ্যাচার করবেন না। এই মিথ্যাচারের জবাব অতীতে জনগণ আপনাদের দিয়েছে, ভবিষ্যতেও এর জবাব জনগণ আপনাদের দিবে।

বক্তব্যের শুরুতে হানিফ শোকের মাস আগস্টকে স্মরণ করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করেন। এরপর চলমান বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস নিয়ে তিনি বলেন, আজকে এমন একটা সময়ে আপনাদের সামনে এসে হাজির হয়েছি যখন সারা পৃথিবী করোনা মহামারীতে বিপর্যস্ত। মানুষের জীবন বিপন্ন। ২০২০ সাল থেকে ২১ সালের চলতি আগস্ট মাস পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ করোনাভাইরাসে আক্রান্তহয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে। এই পর্যন্ত প্রায় ৫০ লক্ষের কাছাকাছি মানুষ করোনায় প্রাণ হারিয়েছে। এখনো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে।

তিনি বলেন, এই করোনা গরিব-ধনী,হিন্দু মুসলমান জাত পাত কিছুই দেখে না। বিশ্বের ধনী রাষ্ট্র আমেরিকা। সেখানেও এখন পর্যন্ত সাত লক্ষের উপরে মানুষ মারা গেছে। ইংল্যান্ড, কানাডা, জার্মানি থেকে শুরু করে সকল দেশে মানুষ মারা যাচ্ছে। আমরা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের দেশেও করোনা আক্রান্তহয়ে ইতোমধ্যে অনেকে মারা গেছেন। এখনো অনেকে এ ভাইরাসে আক্রান্তহচ্ছে। এখন এই ভাইরাসের ডেল্টার ভেরিয়েন্ট চলতেছে। এতে আক্রান্তহলে ঝুঁকির সম্ভাবনা বেশি থাকছে। করোনা ভয়ঙ্কর, এটা মরণব্যাধি। এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে সতর্ক হতে হবে। শুধু সরকার, চিকিৎসকরা আমাদের করোনাভাইরাস থেকে রক্ষা করতে পারবে এটা ভেবে উদাসীনভাবে চললে আমাদের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।

করোনাকালীন সরকার ও আওয়ামী লীগের কার্যক্রমনিয়ে এ সংসদ সদস্য বলেন, করোনা শুরুর পর থেকে যখন মিল কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেল, পরিবহন বন্ধ হয়ে গেল, সাধারণ অনেক মানুষের চাকরি চলে গেল, দিনমজুররা অসহায় হয়ে পড়লেন এই কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকারের পক্ষ থেকে অসহায় জনগণের জন্য ত্রাণ বিতরণ করেছেন। গত বছর দুই কোটি কোটি মানুষকে সরকারের পক্ষ থেকে ত্রাণ দেয়া হয়েছে। আড়াই হাজার টাকা করে দেয়া হয়েছে ৫০ লক্ষ পরিবারকে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১ কোটি ৯০ লাখ পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে। করোনা শুরুর পর থেকে আমরা মানুষকে চিকিৎসা সহায়তা দেয়া, সচেতন করার পাশাপাশি খাদ্য সহায়তা দিয়ে যাচ্ছি। যার যেটা সামর্থ্য আছে আমরা সেটা নিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছি। এই বছরও সরকারের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জনগণকে ত্রাণ দেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ঢাকা মহানগরের প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে। আজকেও এখানে ১২০০ মানুষকে ত্রাণ দেয়া হচ্ছে।

কুষ্টিয়ার এ সাংসদ বলেন, আওয়ামী লীগ এমন একটি দল যে দল বিপদে-আপদে, সংকটে সব সময় জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে। আওয়ামী লীগ যেভাবে জনগণকে সহায়তা করে সেরকম একটি দল এদেশে নয়, বিশ্বেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সংকটে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগ প্রমাণ করেছে আওয়ামী লীগ গণমানুষের দল।

সমাজের বিত্তশালীদের উদ্দেশ্যে হানিফ বলেন, আপনারা যার যার অবস্থান থেকে এসে অসহায় জনগণের পাশে এই কঠিন সময়ে দাঁড়ান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, শেখ হাসিনা যতদিন ক্ষমতায় আছেন ততদিন কোন মানুষ না খেয়ে থাকবে না। কাজেই আমাদেরকে অসহায় মানুষকে খুঁজে বের করে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা এই সংকট কাটিয়ে উঠবো ইনশাল-াহ্

অনুষ্ঠানে উত্তরখান ইউনিয়ন পরিষদ আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. কামাল উদ্দিন সভাপতিত্ব করেন। উত্তরখান থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. জয়নাল আবেদীন এবং উত্তরখান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. আতিউর রহমান মিলনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল। এতে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ বজলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্নান কচি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব হাবিব হাসান এমপি, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল হক রানা প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক এসএম তোফাজ্জল হোসেন, শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদক খসরু চৌধুরী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক এডভোকেট রোকেয়া সুলতানা পলি, দপ্তর সম্পাদক উইলিয়াম প্রলয় সমাদ্দার বাপ্পি, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম মিন্টু, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক নাজমুল আলম ভূঁইয়া জুয়েল, শ্রম সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম মজনু, সহদপ্তর সম্পাদক আব্দুল আউয়াল শেখ, কার্যনির্বাহী সদস্য মো. মিজানুর রহমান চান, আতাউর রহমান খান বোরহান, হিমাংশু কিশোর দত্ত ও আফরোজা খন্দকারসহ বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা।

রোহিঙ্গা শিবিরে করোনা

টিকাদান শুরু করা যায়নি। ডা. তোহা আরও বলেন, আরআরআরসি অফিসের হিসাব অনুযায়ী নিবন্ধিত প্রায় সাড়ে আট লাখ রোহিঙ্গার মধ্যে সাড়ে ৪৮ লাখ রোহিঙ্গা আছেন, যাদের বয়স ৫৫ বছরের বেশি। প্রথম ধাপে তাদের টিকা দেয়া হবে।

কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফেবসবাসরত রোহিঙ্গাদের মধ্যে এ পর্যন্ত ২ হাজার ৫১৮ জন আক্রান্তহয়েছেন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৮ জনের বলে জানিয়েছেন কক্সবাজার শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি) কার্যালয়ের স্বাস্থ্য সমন্বয়কারী ডা. আবু তোহা।

২৪ ঘণ্টায় আরও

মৃত্যু নিশ্চিত করেননি পর্যালোচনা কমিটির সদস্যরা। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত সারাদেশে মোট ৪ হাজার ৩৩৯ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে ভর্তি হন। তাদের মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩ হাজার ৩১২ জন। এছাড়া চলতি বছরের জানুয়ারিতে ৩২ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৯ জন, মার্চে ১৩ জন, এপ্রিলে ৩ জন, মে ৪৩ জন, জুনে ২৭২ জন এবং জুলাইয়ে ২ হাজার ২৮৬ জন এবং ৭ আগস্ট পর্যন্ত ১ হাজার ৬৬১ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হন।

পাবনায় জমে উঠেছে

শতাধিক করে নৌকা তৈরি ও বিক্রিকরেন। তারা রেডিমেড নৌকা বানিয়ে রাখেন আবার কেউ অর্ডার দিলেও চাহিদা অনুযায়ী নৌকা তৈরি করে দেন। নৌকার কারিগরদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কাঠভেদে তিন থেকে শুরু করে ১৫ হাজার টাকার মধ্যে নৌকা তৈরি করেন। মাছ ধরা আর বর্ষা মৌসুমে ব্যক্তিগত যাতায়াত ও পশু-পাখির খাদ্য সংগ্রহের জন্য নৌকা কেনেন বেশিরভাগ মানুষ। কারিগর বিষ্ণু মিস্ত্রি (৫৫) বলেন, সাড়ে তিন হাজার থেকে শুরু করে ৯ হাজার টাকার নৌকা রয়েছে। সাড়ে তিন হাজার টাকার নৌকা আম কাঠ দিয়ে তৈরি। সেগুলো সাধারণত ১০ হাত হয়। আর ১২-১৩হাত লম্বা নৌকা সাত থেকে ৯ হাজার টাকায় বিক্রিহয়। তিনি আরও জানান, কী কাঠ দিয়ে নৌকা বানানো হচ্ছে তার ওপর দাম নির্ভর করে। জানা যায়, চৈত্র মাস থেকে নৌকা বানানো শুরু করে চলে কার্তিক পর্যন্ত। বাকি পাঁচ মাস ঘরের দরজা-জানালা তৈরি করেন কারিগররা। কালিবাড়ি এলাকায় অন্তত ৫০-৬০টি নৌকা তৈরির কারখানা রয়েছে। অনেকেই পৈত্রিক সূত্রে এ পেশায় আসলেও নতুন করেও আসছেন অনেকে। অনেক বেকার ছেলেরাও নৌকা তৈরির কাজ শিখে উপার্জন করছেন। নিজো মিস্ত্রি (৫০) নামে আরেক নৌকার কারিগর জানান, পৈত্রিকভাবেই এই ব্যবসায় জড়িত। কারখানায় প্রায় পাঁচ-সাতজন মিস্ত্রি কাজ করে। ডিঙি নৌকা থেকে শুরু করে বাইচের নৌকাও তৈরি করি। এসব নৌকা চলনবিল এলাকার মোহনপুর, বড় মোহনপুর, ছোট পাঙ্গাসী, বড়পাঙ্গাসীসহ ধানুয়াঘাটি, লাউতারায় যায়। তবে বর্তমানে লোহা ও কাঠের দাম বেড়ে যাওয়ায় নৌকা তৈরির খরচ কিছুটা বেড়েছে বলে জানান তিনি। তাড়াশ উপজেলা ভবানীপুর এলাকা থেকে ডিঙি নৌকা কিনতে আসা আব্দুস সালাম (৫০) জানান, ব্যক্তিগত চলাচল এবং গো-খাদ্যআনতে তার নৌকা প্রয়োজন। তাপস কুমার সূত্রধর নামে নৌকার এক কারিগর জানান, মহাজনের কাছে চুক্তিতে নৌকা তৈরি করেন তিনি। একটি নৌকা তৈরিতে মজুরি নেন ৭০০ টাকা। আবুল কালাম আজাদ নামের এক কারিগর জানান, চুক্তিতে দুই বন্ধু মিলে নৌকা তৈরি করি। এতে দিনে সাত থেকে আটশ টাকা আয় হয়। পাবনার ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা করছেন ড. আশরাফ পিন্টু। তিনি জানান, দুর অতীত থেকেই চলনবিল অঞ্চলে নানা ধর্ম ও পেশার মানুষ বাস করে। বিল এলাকায় বিপুল সংখ্যক জেলে-জিয়ানীর বাস। নৌকা তাদের জীবনের অন্যতম অনুসঙ্গ। তাই বছরের পর বছর ধরে ডিঙি নৌকার এ বাজারের ঐতিহ্য চলে আসছে। বিসিক পাবনার ডিজিএম রফিকুল ইসলাম জানান, নৌকা তৈরির ঐতিহ্য রক্ষায় আমরা খুবই আন্তরিক। যেকোন প্রয়োজনে কারিগরদের সাধ্যমতো সহায়তা করা হবে।

ভারতের উপহারের ৩০

নিয়েছেন। কাস্টমস ও বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে আজই সেগুলো ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হবে।

সাংবাদিক ফারুক আহমেদ

ঈদগাহপাড়ায় আল-আমিনএতিমখানায় দোয়া ও এতিমদের মাঝে খাদ্য বিতরন করা হয়েছে। ২০১৭ সালের ৮ই আগষ্ট কলকাতার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ফারুক আহমেদ পিনু মৃত্যুবরন করেন। দিবসটি উপলক্ষে পরিবারের পক্ষ থেকে ৬,৭ ও ৮ই আগষ্ট ৩দিন ব্যাপী দোয়া ও এতিম এবং অসহায়দের মাঝে খাদ্য বিতরনের আয়োজন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ইউনিয়ন

পরে টিকাদান কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়। একই সময় সদর উপজেলার ঘোড়শাল ইউনিয়নে চলে টিকাদান কর্মসূচী। ইউনিয়নের নারিকেলবাড়িয়া জেড এ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩ টি বুথ স্থাপন করে বয়স্ক, নারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকা প্রদান করা হয়। সকালে এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন ইউপি চেয়ারম্যান পারভেজ মাসুদ লিন্টন। এসময় ট্যাগ অফিসার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এম এ আরিফ সরকার ইউপি সচিব প্রতাপ আদিত্য বিশ্বাসসহ অন্যান্যরা। অপরদিকে শৈলকুপা উপজেলার ফুলহরি ইউনিয়ন পরিষদে টিকা নিতে সকাল থেকেই হাজির হয় নানা শ্রেণী পেশার মানুষ। স্বাস্থ্যবিধি মেনে সেখানে চলে গণটিকাদান কর্মসূচী। কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালকজিয়াউল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা লিজা, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ রাশেদ আল মামুন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) পার্থ প্রতিম শীল, ইউপি চেয়ারম্যান জামিনুর রহমান বিপুলসহ অন্যান্যরা। স্বাস্থ্য বিভাগ জানায়, সারাদেশের ন্যায় ঝিনাইদহের ৬৭ টি ইউনিয়ন ও ৫ টি পৌরসভায় এ পরীক্ষামূলক ভাবে এ টিকাদান চলে। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত প্রতিটি ইউনিয়নের ১ টি কেন্দ্রে ৩ টি বুথে টিকা প্রদান করা হয়।

'ক্রিকেটবিশ্বে বাংলাদেশ

বিজয়ের এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাবাদী। দুই ম্যাচ হাতে রেখেই শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ বিজয়ী বাংলাদেশ ক্রিকেটদলকে একইভাবে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু।

কুষ্টিয়ায় তিনদিনে কাঁচা

বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রেতাদেরনাভিশ্বাস চরমে পৌঁছেছে। দাম বৃদ্ধির কারণে বাজারে প্রতিনিয়ত ক্রেতা-বিক্রেতাদেরমধ্যে কটাকাটির ঘটনা ঘটছে। কাঁচা মরিচের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রসঙ্গে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. সাইদুল ইসলাম জানান, নিয়মিত বাজার মনিটরিং হচ্ছে। কোনো অজুহাতে ব্যবসায়ী-রা বাজার অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

'যারা পরীমনির পেছনে

করতে আধা ডলারের বেশি খরচ হয় না জানিয়ে ডা. জাফরুল-হচৌধুরী বলেন, 'এজন্য ন্যূনতম ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ প্রয়োজন। দেশে অনেক ব্যবসায়ী আছেন যারা পরীমনির জন্য বিনিয়োগ করেন, তারা ইচ্ছা করলে সাতদিনের মধ্যে ৫০ কোটি টাকা জোগাড় করে দিতে পারেন। এতদিন যারা দেশ শোষণ করেছেন তারা ভালো একটা কাজ করতে পারেন।'

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের টার্গেট হওয়া উচিত ছয় মাসের মধ্যে নিজস্ব ভ্যাকসিন তৈরি করা। এই একটা কাজ করলেই প্রধানমন্ত্রী স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।' ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গণবিশ্ববিদ্যালয়ে অণুবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডা. বিজন কুমার শীল। তিনি বলেন, 'ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের সঙ্গে ফ্লু ভাইরাসের যথেষ্ট মিল রয়েছে এবং এটি খুব দ্রুত ছড়ায়। ফলে পরিবারের কেউ আক্রান্তহলে বাকি সবাই আক্রান্তহওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ভাইরাসের ভয়াবহতা রোধে কেউ একজন আক্রান্তহলে তার নিকটজন সবাইকে পরীক্ষা করতে হবে। হাঁচি-কাশিদেয়ার সময় অবশ্যই কাপড় বা টিস্যু ব্যবহার করতে হবে।' ডা. বিজন কুমার শীল আরও বলেন, 'আক্রান্ত রোগীর শ্বাসকষ্ট শুরু হলে চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। জিংকের সমন্বয়ে তৈরি ভিটামিন সি গ্রহণে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট প্রতিরোধ সম্ভব।' ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন গণবিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক লায়লা পারভীন বানু। আরও বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) সাবেক ভিসি অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী, পিএইচসির সাবেক পরিচালক অধ্যাপক জাকির হোসেন প্রমুখ।

অলিম্পিক ফুটবলে

প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে গোল দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল ব্রাজিল। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি এসে দুর্দান্ত এক গোলে স্পেনকে সমতায় ফেরান স্পেনের মাইকেল ওইয়ারজাবাল। এরপর একের পর এক আক্রমণশানিয়েও গোল আদায় করতে পারলো না কেউ। যার ফলে খেলা গড়াল অতিরিক্ত ৩০ মিনিটে। এরপর খেলার ১০৮ মিনিটেই ম্যালকমের গোলে জয় নিশ্চিত হয় সেলেসাওদের। ১০৮তম মিনিটে প্রায় মাঝ মাঠ থেকে বলে পাস বাড়ান অ্যান্টোনি। স্পেনের ডিফেন্ডিং হাফে বল পেয়ে যান ম্যালকম। তিনি একক্কভাবে বল নিয়ে এগিয়ে যান এবং বাম প্রান্তের দুরূহ কোণ থেকে বাম পায়ে দুর্দান্ত এক শট নেন। যেটি গিয়ে আশ্রয় নেয় স্পেনের জালে। ২-১ গোলে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। অথচ নির্ধারিত ৯০ মিনিটে বেশ কয়েকবার দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি হয় ব্রাজিল। পেনাল্টি মিস হয়, বল ফিরে আসে পোস্টে লেগে। না নির্ধারিত সময়েই দুয়ের অধিক গোল হতে পারতো ব্রাজিলিয়ানদের। ৬১ মিনিটে স্পেন যে গোলটি দিয়েছিল সেটা ছিল দুর্দান্ত। কার্লোস সোলারের ক্রসথেকে বল পেয়ে বক্সের একেবারে বামপ্রান্ত থেকে বাম পায়ের দুর্দান্ত শটে ব্রাজিলের জালে বল জড়িয়ে দেন ওইয়ারজাবাল। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে, অতিরিক্ত সময়ে গোল করে ব্রাজিলকে এগিয়ে দিলেন ম্যাথিয়াস কুনহা। ব্রাজিল অধিনায়ক দানি আলভেজের পাস থেকে বল পেয়ে বক্সের মধ্যখান থেকেই ডান পায়ের দারুণ এক শটে স্পেনের জাল কাঁপিয়ে দেন কুনহা। ৩৬ মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারতো ব্রাজিল। কোপা আমেরিকায় ব্রাজিলের হয়ে খেলা ফুটবলার রিচার্লিসন যদি পেনাল্টিটা মিস না করতেন। স্পেনের বক্সের মধ্যে ম্যাথিয়াস কুনহাকে ফাউল করেন স্পেনের গোলরক্ষক উনাই সিমোন। ভিএআর দেখে রেফারি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন। স্পট কিক নিতে আসেন রিচার্লিসন। কিন্তু তিনি শটটি মেরে দেন পোস্টের ওপর দিয়ে। ৩২ মিনেটে মার্কো আসেনসিওর ব্রাজিল গোলমুখে দারুণ একটি শট ফিরিয়ে দেন গোলরক্ষক সান্তোস। পাস দিয়েছিলেন ফুকুরেলো। ২৫ মিনিটে রিচার্লিসন গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। গুইলার্মে আরেনার কাছ থেকে বল পেয়ে বক্সের একেবারে কাছ থেকে শট নেন তিনি। কিন্তু বলটি চলে যায় জালের বাইরে। ১৯ মিনিটে নিজেদের জালেই বল জড়িয়ে দিচ্ছিল প্রায় ব্রাজিল। কোনোমতে নিজেই সেই বল ঠেকিয়েছিলেন ডগলাস লুইজ।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা

অসহায় মানুষদের সাহায্য করেছেন, বীরাঙ্গনাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার মতো মহৎ দায়িত্ব পালন করেছেন। এদেশের মানুষের আন্দোলন-সংগ্রামে বেগম মুজিব যে কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম, দূরদর্শী চিন্তা, বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তার ফলে জাতির পিতার পাশাপাশি তিনি আজ বঙ্গমাতার আসনে অধিষ্ঠিত। এ দেশের রাজনীতিতে তার অনন্য সাধারণ ভূমিকার জন্য চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই মহীয়সী নারী ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সপরিবারে খুনিচক্রেরবুলেটের আঘাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। আজ রোববার (৮ আগস্ট) জাতির পিতার আমৃত্যু সঙ্গী, বাংলার মহিয়সী নারী, বাংলাদেশের স্বাধীনতাসহ সকল সোনালী অর্জনের নেপথ্য প্রেরণাদাত্রী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিধি মেনে যথাযথ মর্যাদায় পালন করবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। বেগম মুজিবের জন্মবার্ষিকীতে আ.লীগের কর্মসূচি রোববির বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী। দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সকাল ৯টায় বনানী কবরস্থানে স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিধি মেনে বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ, কোরানখানি, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে। সকাল সাড়ে ১০টায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক উপ-কমিটির আয়োজনে ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'বাঙালির মহিয়সী নারী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব' শীর্ষক আলোচনা সভা এবং ১০০০ জন করোনাযোদ্ধা চিকিৎসকদের মাঝে বিশেষ উপহার সামগ্রী বিতরণ। সরকারি আয়োজনে সকাল সাড়ে ১০টায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন' ও 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক-২০২১প্রদান' অনুষ্ঠান। এতে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিয়ে অংশগ্রহণ করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া ৯ আগস্ট বাংলাদেশ আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের আয়োজনে ১৯ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, গুলিস্তানে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ৮ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি মেনে যথাযথ মর্যাদায় পালন করার জন্য আওয়ামী লীগ, সহযোগী সংগঠনের সকল স্তরের নেতাকর্মী, সমর্থক, শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার

থেকে একদিকে স্বামীর কারামুক্তিসহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন; অন্যদিকে সংসার, সন্তানদের লালন-পালন, শিক্ষাদান, বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণা, শক্তি ও সাহস যুগিয়ে স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রামকে সঠিক লক্ষ্যে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ৬ দফা ও ১১ দফার আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ অবদান রাখেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গৃহবন্দি থেকে এবং পাকিস্তানে কারাবন্দি স্বামীর জীবন-মৃত্যুরসন্ধিক্ষণে গভীর অনিশ্চয়তা ও শঙ্কা সত্ত্বেও তিনি সীমাহীন ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে তার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তিনি যুদ্ধ-বিধ্বস্তদেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষ করে নির্যাতিত মা-বোনদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং সামাজিকভাবে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেন। দেশ ও জাতির জন্য তার অপরিসীম ত্যাগ, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতার কারণে জাতি তাকে যথার্থই 'বঙ্গমাতা' উপাধিতে ভূষিত করেছে। শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতা ও দেশবিরোধী অপশক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে জাতির পিতার সঙ্গে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকেও সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে, যা জাতির ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তিনি বলেন, বঙ্গমাতা যে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা যুগে যুগে বাঙালি নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। আমি আশা করি, তার জীবনী চর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক অজানা অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারবে। আমি বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

শোকাবহ আগস্ট

মোনাজাত করা হয়। এ সময় গোপালগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ইলিয়াছুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) উসমান গনি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) ইকবাল হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) নিয়াদ আদনান ভাইয়ান, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা চেয়ারম্যান সোলায়মান বিশ্বাস, পৌর মেয়র শেখ তোজাম্মেল হক টুটুল, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা একেএম হেলালেতুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) দেলারুল ইসলাম, থানার ওসি এএফএম নাসিম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি শেখ শুকুর আহমেদ, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ফেরকান বিশ্বাস, যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ বিশ্বাস, ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ বাবুল হোসেন খোকন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দেশ জুড়ে গণটিকাদান কার্যক্রমশুরু

এনএনবি : করোনার সংক্রমণনিয়ন্ত্রণে আনতে ছয় দিনে ৩২ লাখ মানুষকে টিকা দিতে গণটিকাদান কার্যক্রমশুরু হয়েছে দেশজুড়ে।

শনিবার সকাল ৯টায় ১৫ হাজারের বেশি কেন্দ্রে টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে। বিকাল ৩টা পর্যন্ত এ ক্যাম্পেইন চলবে।

কোভিড-১৯টিকা বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব ডা. শামসুল হক বলেন, গ্রামে-গঞ্জে প্রচুর মানুষ টিকা নিতে এসেছে। আমরা মনে করি, এই গণটিকাদান কর্মসূচি মানুষের মধ্যে একটা উৎসাহ-উদ্দীপনাতৈরি করবে।

দেশজুড়ে শুরু হওয়া এই টিকাদান কর্মসূচি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় চলবে ৯ আগস্ট পর্যন্ত। এছাড়া প্রথমদিন বাদ পড়া ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ের ওয়ার্ডে টিকা দেওয়া হবে ৮ ও ৯ আগস্ট।

৮ ও ৯ আগস্ট টিকা দেওয়া হবে দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায়। আর ১০ থেকে ১২ আগস্ট ৫৫ বছরের বেশি বয়সী ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে টিকা কর্মসূচি চলবে।

ডা. শামসুল হক বলেন, আজকে আমরা টিকা কর্মসূচি শুরু করলাম। যদি কোনো এলাকায় আজকে শুরু করা না যায়, তাহলে আমরা সেখানে কালকে করব। মানুষকে বাদ দেওয়া হবে না। ছয়দিনব্যাপী এই কর্মসূচি সারাদেশের আনাচে-কানাচেআমরা ছড়িয়ে দেব।

তিনি আরও বলেন, ১৮ বছরের বেশি বয়সীদের এলেও তারা রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন না। কারণ ভোটার আইডি কার্ড দেখে স্পট রেজিস্ট্রেশন করিয়ে তারপর টিকা দেওয়া হচ্ছে।

'তারপরও যদি আমরা দেখি, কোনো প্রত্যন্ত এলাকায় নেটওয়ার্ক নাই বা রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ নাই, আমরা আমাদের এক্সেল শিটে তথ্যগুলো নিয়ে রাতে আপলোড করে দিব। এটা হয়ত একটা-দুটাজায়গায় হতে পারে।

ট্যাংকারে হামলায় ব্যবহৃত ড্রোন ইরানে তৈরি : যুক্তরাষ্ট্র

এনএনবি : ওমান উপকূলে বাণিজ্যিক ট্যাংকারে প্রাণঘাতী হামলায় ব্যবহৃত মনুষ্যবিহীন উড়ন্ত যান বা ড্রোনটি ইরানে তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড।

বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞদের তদন্তে এটা উঠে এসেছে বলে দাবি করেছে তারা। এ সংক্রান্ততথ্য-প্রমাণ যুক্তরাজ্য ও ইসরায়েলের বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞদের দেওয়া হয়েছে, তারা এখন সেসব খতিয়ে দেখছেন।

জুলাইয়ের শেষদিকে ওমানের দ্বীপ মাসিরাহ'র পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ইসরায়েল-পরিচালিত এমটি মার্সার স্ট্রিটে ওই হামলার ঘটনা ঘটে। এতে ট্যাংকারটির রোমানিয়ান ক্যাপ্টেন ও এক ব্রিটিশ নিরাপত্তা রক্ষী আড্রিয়ান আন্ডারউড প্রাণ হারান।

এ ঘটনার জন্য ইসরায়েল ও পশ্চিমা অনেক দেশ ইরানকে দায়ী করলেও তেহরান শুরু থেকেই ট্যাংকারে হামলার দায় অস্বীকার করে আসছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

ইরান বলছে, হামলায় তাদের জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ যদি থেকে থাকে, তবে তা প্রকাশ্যে আনা হোক।

হামলার পর মার্কিন নৌবাহিনীর বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস রোনাল্ড রিগানের বিস্ফোরক তদন্ত দল গত সপ্তাহে ড্রোন হামলায় বেঁচে যাওয়াদের সাক্ষাৎকার নেয় এবং বিস্ফোরকের অবশেষসহ নানান আলামত খতিয়ে দেখে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষাশেষে তারা জানায়, এমটি মার্সার স্ট্রিটে হামলার উদ্দেশ্যে মোট তিনটি ড্রোন ছাড়া হয়েছিল। এরমধ্যে ২৯ জুলাই সন্ধ্যায় ছাড়া দুটি লক্ষ্যে আঘাত হানতে ব্যর্থ হয়।

পরে ৩০ জুলাই ভোরের আগে সামরিক বাহিনীগুলো ব্যবহার করে এমন বিস্ফোরকবোঝাই তৃতীয় ড্রোনটি ছাড়া হয়, যেটি মার্সার স্ট্রিটের চালকের ঘরে আঘাত হানে; এর ফলে ২ মিটার ব্যাসের একটি গর্ত তৈরি হয়, প্রাণ যায় ২ জনের।

হামলায় আরডিএক্স বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ ড্রোনটি পাঠানোই হয়েছে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে, বলেছে যুক্তরাষ্ট্রের তদন্তকারীরা।

তারা ড্রোনের পাখার একটি অংশ উদ্ধার করে এবং ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষাশেষে ড্রোনটি 'ইরানে তৈরি হয়েছে বলে নিশ্চিত হয়'।

শুক্রবারশিল্পোন্নত ৭টি দেশের জোট জি-৭ এক যৌথ বিবৃতিতে ইরানের কর্মকান্ডের নিন্দা জানিয়েছে। বলেছে, তেহরানের পদক্ষেপ ওই অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে।

রাজের 'ছায়াতলে' থেকেই অপকর্ম চালাচ্ছিলেন পরীমনি-পিয়াসা-মৌ!

রাজ মাল্টিমিডিয়ার কর্ণধার চলচ্চিত্র প্রযোজক নজরুল ইসলাম রাজের ছায়াতলে থেকেই সব ধরনের অপকর্ম করে যাচ্ছিলেন চিত্রনায়িকা পরীমনি, বিতর্কিত মডেল ফারিয়া মাহবুব পিয়াসা ও মৌ আক্তার!

রাজের সমন্বয়ে এই চক্রেরসদস্যরা লেটনাইট পার্টির নামে মদ-মাদকও নাচের আসর বসাতেন। এরপর সমাজের প্রভাবশালী, শিল্পপতি, বিত্তবান ব্যবসায়ী ও উচ্চবিত্তের সন্তানদের মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ ও স্থির ছবি তুলে ব-্যাকমেইলিংকরে মোটা অংকের টাকা আদায় করতেন।

র‌্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) কর্নেল কে এম আজাদ এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গত রোববার রাতে রাজধানীর বারিধারা একটি ফ্ল্যাট থেকে বিপুল মাদকসহ গ্রেফতার করা হয় কথিত মডেল পিয়াসাকে। এরপর গভীর রাতে মোহাম্মদপুরে মডেল মৌ আক্তারের বাসায় অভিযান চালায় গোয়েন্দা পুলিশ। সোমবার তাদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে গুলশান মামলায় তিনদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।

এরপর মঙ্গলবার সকালে পিয়াসার প্রধান সহযোগী মিশু হাসানকে গ্রেফতার করে র‌্যাব। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পর বুধবার রাজ ও পরীমনিকে আটক করা হলো। বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে বনানীর ৭ নম্বর সড়কে নজরুল ইসলাম রাজের কার্যালয়ে অভিযান শুরু করে র‌্যাবের একটি দল। পরে তাকে আটক করা হয়। এ সময় তার কার্যালয় থেকে বিপুল পরিমাণে বিদেশি মদ, ইয়াবা বড়ি, সেক্স টয় উদ্ধার করা হয়।

এর আগে চিত্রনায়িকা পরীমনিকে আটক করে র‌্যাব সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরীমনিকে আটকের পরই রাজের বাসায় অভিযান শুরু করে র‌্যাব। এরপর রাত পৌনে ১২টায় তাকেও র‌্যাব সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। র‌্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) কর্নেল কে এম আজাদ বলেন, রাত সাড়ে ৮টার দিকে বনানীর ৭ নম্বর সড়কে নজরুল ইসলাম রাজের কার্যালয়ে অভিযান শুরু করে র‌্যাবের একটি দল। পরে তাকে আটক করা হয়। তার কার্যালয় থেকে বিপুল পরিমাণে বিদেশি মদ, ইয়াবা বড়ি, সেক্স টয় উদ্ধার করা হয়। রাত পৌনে ১২টায় তাকে র‌্যাব সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, আটক পরীমনি, পিয়াসা, মৌ এবং তাদের সহযোগী শরফুল হাসান (মিশু) এরা সবাই নজরুল রাজের ছাতার তলায় থেকে অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল। নজরুল রাজের সমন্বয়ে চক্রেরসদস্যরা লেটনাইট পার্টির নামে মদ-মাদকও নাচের আসর বসিয়ে সেখানে আসা সমাজের প্রভাবশালী, শিল্পপতি, বিত্তবান ব্যবসায়ী ও উচ্চবিত্তের সন্তানদের মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ ও স্থির ছবি তুলে ব-্যাকমেইলিংকরে মোটা অংকের টাকা আদায় করতেন। ব-্যাকমেইলিংএই চক্রেজড়িত অন্যদেরও আইনের আওতায় আনা হবে।

নিজেকে সালমান খানের মতো ভার্জিন দাবি টাইগার শ্রফের

নিজেকে বলিউডের মোস্ট পপুলার 'চিরকুমার' সালমান খানের মতো ভার্জিন দাবি করেছেন টাইগার শ্রফ। সম্প্রতি সালমান খানের ভাই আরবাজ খানের টকশো পিঞ্চে নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বি-টাউনের এই তরুণ অভিনেতা।

সেখানে এক ভক্তের এই প্রশ্নটি টাইগারকে করেন আরবাজ খান। তাৎক্ষণিকভাবে টাইগার বলেন, দেখুন আমি সালমান খানের মতোই ভার্জিন। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খুব কম মুখ খুললেও ২০১৩ সালে 'কফি উইথ করণ' অনুষ্ঠানে করণ জোহর সালমানকে একই প্রশ্ন করেছিলেন। জবাবে সালমান বলেছিলেন, যাকে বিয়ে করব, তার জন্য নিজেকে সামলে রেখেছি। অবশ্য বলিউডের বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় নায়িকার সাথে কোনো লুকাছাপা ছাড়াই প্রেম করেছেন সালমান। তবে সেই 'সামলে রাখা' এখনো অব্যাহত আছে ভাইজানের। সালমান খানও সম্প্রতি আরবাজ খানের পিঞ্চে অতিথি হয়ে এসেছিলেন। সেখানে একজন দাবি করেছিলেন যে দুবাইতে সালমান খানের